শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত

উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান

প্রধান শিক্ষিকা, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ (বালিকা শাখা)

ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

TUBA PUBLICATION

প্রকাশক

তুবা পাবলিকেশন

নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।

০১৩০১-৩৯৬৮৩৬, ০১৪০৭-০২১৮৪৯

প্রথম প্রকাশ

আগস্ট ২০১৭ ঈসায়ী

প্রথম সংস্করণ

ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ

আল ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস

ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহী, মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫১

নির্ধারিত মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

Shikkha Bonam Jahiliat, Written by **Umme Mariam Razia binte Ajijur Rhaman** and Published by Tuba Publication, Nawdapara, Sapura, Rajshahi. Mobile : 01301-396836 .Fixed Price : 90.00 Taka only

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা	০৫
ভূমিকা	০৬
শিক্ষার গুরুত্ব	০৮
শিক্ষা কী ও কেন?	১১
শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য	১১
শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য	১২
শিক্ষিত বনাম অশিক্ষিত	১৪
প্রকৃত শিক্ষা কী এবং প্রকৃত শিক্ষিত কারা?	১৭
শিক্ষানীতি	২২
বিভিন্ন শিক্ষানীতি	২৫
জাতীয় শিক্ষানীতি	২৬
জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০	২৮
❖ ২০১০ শিক্ষানীতির প্রাক-কথন	২৯
❖ ২০১০ শিক্ষানীতির মুখবন্ধ	৩১
❖ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৩৪
❖ ২০১০ শিক্ষানীতির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা	৩৬
❖ ২০১০ শিক্ষানীতির প্রাথমিক শিক্ষা	৩৭
শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	৩৮
মাধ্যমিক শিক্ষা	৩৯
❖ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩৯
❖ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক	৩৯
❖ মাদরাসা শিক্ষা	৪১
❖ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	৪৪
❖ উচ্চ শিক্ষা	৪৫
❖ সারমর্ম পর্যালোচনা	৪৭

২০১০ সালের শিক্ষানীতির বাস্তবতা	৪৯
২০১৬ ও ১৭ সালের পাঠ্য বইয়ের একটি পর্যালোচনা	৫০
প্রথম শ্রেণির আমার বাংলা বই	৫০
দ্বিতীয় শ্রেণির আমার বাংলা বই	৫৪
তৃতীয় শ্রেণির আমার বাংলা বই	৫৬
❖ পর্যালোচনা	৫৮
৪র্থ শ্রেণির আমার বাংলা বই	৬৮
❖ পর্যালোচনা	৬৯
❖ পর্যালোচনা	৭৫
❖ এক নযরে পেশাব ও পায়খানার শিষ্টাচার	৭৯
পঞ্চম শ্রেণির আমার বাংলা বই	৮৩
প্রাথমিকের বাংলা বইগুলো বিশ্লেষণের সারমর্ম	৯২
মাধ্যমিক স্তরের বাংলা বইগুলোর বিশ্লেষণ	৯৬
পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সদাচরণের একটি বাস্তব চিত্র	১০৩
দাখিল অষ্টম শ্রেণি সাহিত্য কণিকা	১১২
❖ অষ্টম শ্রেণির বাংলা বইয়ের সারমর্ম	১৪১
দাখিল নবম-দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য	১৪২
❖ দাখিল নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইয়ের সারমর্ম	১৪৭
শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	১৪৮
শিক্ষা আইন ২০১৬-এর খসড়া বিষয়ে আমাদের কিছু পরামর্শ	১৫১
আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ	১৫৮
২০২৩ সালের পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আমাদের কিছু পর্যালোচনা	১৫৯

প্রকাশকের কথা

ইলম এবং জাহিলয়্যাত তথা জ্ঞান ও মূর্খতা পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ। ইসলামের অপর নাম জ্ঞান। আরবের জাহিলী যুগের অন্ধকারকে মুহাম্মাদ ছা: জ্ঞানের আলো দিয়েই দূরীভূত করেছিলেন। ইসলাম মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। আর মহান আল্লাহ যেমন প্রজ্ঞাময় তার প্রদত্ত প্রতিটি বিধানও তেমন মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী, বিবেকসম্মত ও বিজ্ঞান সম্মত। এই জন্য ইসলাম বিরোধী সকল কিছুই এক প্রকার জাহিলিয়্যাত বা মূর্খতা। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, আজ শিক্ষার নামে মানুষকে জাহিলিয়্যাত বা মূর্খতা শিখানো হচ্ছে। আর সেই মূর্খতা যখন কোন মুসলিম দেশে জাতীয়ভাবে শিখানো হয় তখন মু'মিন হিসেবে চোখ-কান বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

অত্র গ্রন্থের সম্মানিতা লেখিকা আমার আম্মা এই দেশের একজন সচেতন নাগরিক। তার রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত বহু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা। অল্প বয়স থেকেই নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের সন্তানসহ হাযারো ছাত্রীর অভিভাবকত্ব করার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষরুপে গড়ে তোলার বিশাল দায়িত্ব সুচারুরুপে পালন করে আসছেন। তার এই বিশাল দায়িত্ববোধ ও অভিজ্ঞতার জায়গা থেকে দেশের জাতীয় সিলেবাসে শিক্ষার নামে যে জাহিলিয়্যাত শিখানো হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি এই বইটি লিখেছেন। আমরা মনে করি প্রতিটি সচেতন অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রের বইটি পড়া জরুরী। যাতে করে বর্তমান জাতীয় সিলেবাসে শিক্ষার নামে যে জাহিলিয়্যাত শিখানো হচ্ছে সে বিষয়ে তারা সজাগ ও সতর্ক হতে পারেন।

আমরা মনে করি এই বইয়ের মাধ্যমে সম্মানিতা লেখিকা সমগ্র বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে ফারযে কিফায়া আদায় করেছেন। আমরা মহান আল্লাহর নিকট উক্ত বইয়ের উত্তরোত্তর কবুলিয়্যাত কামনা করি। উক্ত বইয়ের সম্মানিতা লেখিকা সহ বইটি প্রকাশ করা পর্যন্ত যারা সহযোগিতা করেছেন মহান আল্লাহ সকলকে উত্তম জাযায়ে খায়ের দান করুন!

ভূমিকা

শিক্ষা দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার মাধ্যমে জাতি তৈরি হয়। জাতির রাজনৈতিক ও মানসিক পরিচয় তৈরি হয়। জাতির স্বাধীন সত্তা টিকে থাকে তার শিক্ষার মধ্যে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ইসলাম মিশে আছে মানব শরীরে রক্ত-মাংস মিশে থাকার মতো। এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসও তার মুসলিম সত্তার পরিচয় বহন করে। ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজী থেকে শুরু করে পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন বাংলার সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয়শ বছর এই দেশের রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক পরিচয় ও ইতিহাস। ব্রিটিশ বেনিয়াদের হাত থেকে স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রয়েছে সুদীর্ঘ স্বাধীনতার সংগ্রাম ইতিহাস। ঢাকার রাজধানী পরিচয়ের সাথে জড়িয়ে আছে মুসলিম মুঘল আমলের ইতিহাস। সব মিলিয়ে এই দেশের শিক্ষানীতি ও সিলেবাসে মুসলিম বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় ফুটে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে, ঘটেছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতীতের সিলেবাসে থাকা সুন্দর শিক্ষণীয় সাহিত্যনির্ভর গল্প ও কবিতা উঠিয়ে দিয়ে বইগুলোকে পূর্ণ করা হয়েছে হিন্দুয়ানী গল্প ও কবিতায়। যা দেখে মনে হবে আমরা বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক পড়ছি না বরং ভারতের পাঠ্যপুস্তক পড়ছি। যেমনভাবে সকল বইয়ে যে সব মানুষের নাম ব্যবহৃত হয়েছে একটি মুসলিম দেশে সেগুলি নিতান্তই আপত্তিকর। যেমন- অনিকা, মিনা, লিটল র‍্যাড, প্লাবন, রতন, মেধা, দীপক, স্কট, রূপা, নন্দিনী, এস্তি, মিসেল, মিতা, রণ, শেলী, নিনা, জয়া, সুবর্ণা, রায়, মনিকা চাকমা, রিনা গোমেজ, রাতুল, রমা, রবিন, শিশির, ডেভিড, প্রিয়াঙ্কা, অরবিন্দু চাকমা, মন্দিরা, শিশু, মিলি, সুনীল, মিনু চিনুক ইত্যাদি নামে সকল বই পরিপূর্ণ। মুসলিম নামের কোনো অস্তিত্ব রাখা হয়নি। অতীতকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ খালা, ফুফু, ভাই, পানি ইত্যাদি

বলে অভ্যস্ত আর কলকাতার হিন্দুরা পিসি, মাসি, দাদা ও জল বলে অভ্যস্ত। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে জোরপূর্বক বাংলাদেশী শব্দগুলো উঠিয়ে দিয়ে কলকাতার শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়েছে। মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক থেকে টুপি, পায়জামা, হিজাব ও সালামকে বিদায় করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকে সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী এমন অসংখ্য পরিবর্তন দেখে আমাদের ছোটবেলায় পড়া বইগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। কত সুন্দর শিক্ষাণীয় ছিল সেই বইগুলো! মনের সেই কষ্ট ও বেদনা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম কী শিখবে ও কী শিখছে সেই দুশ্চিন্তা থেকে এবং বাংলাদেশী হিসেবে নিজের একটা দায়িত্ববোধ থেকেই মূলত এই বইটি লেখার চিন্তা মাথায় আসে।

উক্ত বইয়ে বিস্তারিতভাবে পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন জাহিলিয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। যা কখনোই শিক্ষা হতে পারে না। আমি মনে করি উক্ত বইটি প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের পড়া উচিত। যাতে করে তারা অন্তত জানতে পারে যে, কী ধরনের জঘন্য ইসলাম বিদ্বেষী জাহিলিয়াত শিক্ষার নামে তারা শিখছে ও শিখাচ্ছে। জানার মাধ্যমে যে সচেতনতা তৈরি হবে সেই সচেতনতাই হয়তো একদিন পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আমাদের সন্তানেরা ফিরে পাবে আদর্শ ও সুশিক্ষার সিলেবাস, মানুষ গড়ার পাঠ্যপুস্তক। মহান আল্লাহর নিকটে এটাই আমাদের একমাত্র কামনা।

শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন মানুষকে মানুষ হিসেবে কল্পনা করা যায় না, তেমনি শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতিকে জাতি হিসেবে কল্পনা করা যায় না। মেরুদণ্ড সুস্থ, সবল ও সুঠাম না হলে একজন মানুষ যেমন সুস্থ, সবল ও সুঠাম হয় না, ঠিক তেমনি শিক্ষা যদি পূর্ণাঙ্গ, ত্রুটিমুক্ত ও আদর্শভিত্তিক না হয়, তবে জাতি সুস্থ, সবল ও আদর্শবান হয় না। আর শিক্ষা যদি কোনো শিক্ষাই না হয়, তাহলে জাতি হবে পঙ্গু, অচল, অসহায়। তাইতো মহান আল্লাহ সৃষ্টির সূচনাতেই মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তাকে সুন্দর, সুস্থ ও আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য আয়োজন করেছেন এমন শিক্ষার, যা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

‘আর তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। তারপর তিনি সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, ‘তোমরা আমাকে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’ *(আল-বাক্বারা, ২/৩১)*।

এই শিক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-কে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন এবং তাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করিয়ে মানুষের মর্যাদাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

‘আর স্বরণ করুন, যখন আমরা ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা করো। তখন তারা সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না।

সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(আল-বাক্বারা, ২/৩৪)*।

যখনই মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব দেখা দিয়েছে এবং তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, তখনই মহান আল্লাহ সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। মর্যাদার বিচারে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারীগণ অন্যান্য নবীদের অনুসারীর চাইতে বেশি মর্যাদাশীল। তাই এই মর্যাদাপূর্ণ জাতিকে সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর প্রথম যে অহী অবতীর্ণ হয় তার সূচনা হয় শিক্ষা দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.﴾

'পড়ুন! আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাধা রক্ত হতে। আপনি পাঠ করুন! আপনার পালনকর্তা বড় মেহেরবান, যিনি কলমের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন (এমন সব বিষয়) যা সে জানত না' *(আল-আলাক্ব, ৯৬/১-৫)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ শিক্ষার ব্যাপারে তিনটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন :

১. মহান আল্লাহ সেই সত্তার নামে পড়তে বলেছেন, যিনি এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা। তাহলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, একমাত্র প্রতিপালকের নামেই পড়তে হবে। কোনো দেব-দেবী, রাজা-মন্ত্রী বা দেশ-জাতি কারো নামে নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর বাণীর সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা যায়।

২. মহান আল্লাহ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কলমকে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে কলম সৃষ্টি করেছেন।

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন, তিনি মানুষকে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ, শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। সৃষ্টি করেছেন মানুষ। আর তাকে শিক্ষা দিয়েছেন বর্ণনা' *(আর-রহমান, ৫৫/১-৪)*।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ প্রথমে নিজের এক বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি হচ্ছেন পরম করুণাময় দয়ালু। তিনি মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। তারপর বলেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। মানুষ যদি কুরআন শিক্ষা করে এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালিত করে, তাহলে সে কখনোই পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হবে না। যেমন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮; মিশকাত, হা/১৮৬, হজ্জ অধ্যায়)। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন বর্ণনা করার কৌশল যার কারণে মানুষ বর্তমানে অনেক কিছু আবিষ্কার করে চলেছে, যা মানুষ আগে কল্পনাও করতে পারেনি। শিক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, 'প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞানার্জন করা ফরয' (ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২০৭)।

এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ সকল মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয। যে বুলি আজ মানুষ আওড়াচ্ছে, সেই কথা আজ হতে প্রায় ১৪ শত বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গিয়েছেন যে, শিক্ষা ছাড়া জাতীয় উন্নতির পরিকল্পনা করা যায় না।

শিক্ষা কী ও কেন?

শিক্ষা হচ্ছে অজানাকে জানার অবিরাম চেষ্টা। প্রতিপালন বা পরিচর্যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা। শিক্ষা একাকী অর্জন সম্ভব নয়। কারো নিকট হতে শিখতে হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ শিখেছিলেন আল্লাহর নিকট হতে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে। আর ছাহাবায়ে কেরাম শিখেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষার ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা ব্যতীত মানুষ পশুতুল্য। তাই একজন মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ হলেই সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ নয়। শিক্ষাই মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে শেখায়।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। জ্ঞান, দক্ষতা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। মানুষকে সত্যিকারের সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। তাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি হতে বিরত রাখা। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের আমরা যে চিত্র লক্ষ করছি তা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। বর্তমানে যত মারামারি, রাহাজানি, ছিনতাই, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, খুন-খারাবি, হিংসা-বিদ্বেষ, যুলুম-নির্যাতন তার বেশির ভাগই ঘটছে শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে। যত অস্থিরতা, যত অশান্তি, যত বিশৃঙ্খলা সবকিছুর মূলে হচ্ছে এই শিক্ষিত মানুষগুলো। কারণ তারা যে শিক্ষা অর্জন করেছেন তা হলো বস্তুবাদী শিক্ষা। তাদের যে শিক্ষা তা নৈতিকতা ও আদর্শ বর্জিত শিক্ষা। এই শিক্ষা

তাদেরকে স্বার্থপর, দুনিয়ালোভী ও অর্থ আত্মসাৎকারী করে তোলে। তাই আমাদের নেতা-নেত্রী সকলের উচিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি সুদৃষ্টি দেয়া, যাতে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য

ধর্মীয় শিক্ষিত আর বস্তুবাদী শিক্ষিতের মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন রয়েছে আকাশ ও যমীনের মধ্যে, রাত ও দিনের মধ্যে, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে, মৃত ও জীবিতের মধ্যে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾

‘হে নবী আপনি বলুন! অন্ধ ব্যক্তি ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান? তোমরা চিন্তা ভাবনা কর না কেন? *(আল-আন‘আম, ৬/৫০)*। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.﴾

‘হে নবী আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয়, তারা কি সমান? নিশ্চয় জ্ঞানী মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে’ *(আয-যুমার, ৩৯/৯)*।

উল্লিখিত দুটি আয়াতে মহান আল্লাহ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে অন্ধ ও চক্ষুষ্মানের মধ্যে এবং জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে তুলনা করেছেন। চক্ষুষ্মান মানুষ যেমনভাবে ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, পথ চলার জন্য রাস্তা চিনতে পারে, চিন্তা-ভাবনা করে ভালো এবং কল্যাণকর বাছাই করতে পারে, তেমনিভাবে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ আলো খুঁজে পায়। অনুরূপভাবে তিনি প্রকৃত শিক্ষিতকে জ্ঞানী মানুষের সাথে এবং অশিক্ষিত বা বৈষয়িক শিক্ষিতকে অজ্ঞের সাথে তুলনা করেছেন। অজ্ঞান বলতে হতে পারে বৈষয়িক শিক্ষিত, পাগল কিংবা অবুঝ নাবালক শিশু। পাগল যেমন ভালো-মন্দ কোনোটাই বুঝতে পারে না, যা পায় তাই খায়

না? একজনেরও কি ছালাত আদায় করা ভালো লাগতে পারে না? সেখানে লাখো মুসলিমের সন্তানকে তাদের আত্মপরিচয় গিলানো হবে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম - এর নাম ছাড়া ও মহান আল্লাহর নাম ছাড়া। নাউজুবিল্লাহ!

ইবতেদায়ী মাদরাসার একটি বইয়ে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখতে সাহায্য করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর লেখা হয়েছে, সমাজে প্রত্যেকটি পেশাই গুরুত্বপূর্ণ। মাদরাসার বইয়ে কীভাবে মাদরাসার শিক্ষার্থীকে শিক্ষক নাচ-গান শিখাতে পারেন। কোন স্পর্ধায় তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে প্রমোট করার সাহস করে?

প্রতিটি বইয়ের শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণী উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর বাণীকে সম্মান করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বইয়েই কি পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত, মহান আল্লাহর কোনো বাণী, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম - এর কোনো হাদীছ অথবা মুসলিম মনীষীদের কোনো উপদেশ বাক্য যুক্ত করা যেত না? কোরআনের কোনো আয়াত বা হাদীছের কোনো বাক্য উল্লেখ করলে কি বইগুলো অপবিত্র হয়ে যেত?

ষষ্ঠ শ্রেণির বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও ধর্মশিক্ষা এই ৯টি বিষয়ের মধ্যে নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ, প্রাচীন সভ্যতার নামে নগ্ন নারীমূর্তি, তিন শতাধিক পর্দাহীন মেয়ের ছবি, মেয়েদের ফুটবল খেলা ও শারীরিক কসরত, গান-বাজনা, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, খেলাধুলা, মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ দান, অশ্লীল ছবি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে।

'ইংরেজী' বইয়ে ১২টি কুকুর ও ১৪টি নেকড়ে বাঘের ছবি দেওয়া হয়েছে। যা ইউরোপীয় কুকুর সংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ।

প্রতিটি বইয়ে ডজন ডজন মন্দিরের ছবি থাকলেও মসজিদের ছবি নাই বললেই চলে।

উপসংহার : বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে পাঠ্যসূচির এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করত পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। পাশাপাশি যতদিন এগুলো পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত অন্য কোনো বইকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত রাখা। কিছুই না পারলে পূর্বের সিলেবাসকে বহাল রেখে ক্লাস করানো। আমি ব্যক্তিগতভাবে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজী বই রচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যেই যার 'ছড়ায় ছড়ায় বর্ণ' ও 'সাহিত্য কানন' বই দুটি বের হয়েছে। বাকীগুলোও অচিরেই আসবে ইনশা-আল্লাহ। মহান আল্লাহর কাছে কাজটি দ্রুত শেষ করার তাওফীক্ব কামনা করছি। আমীন!